পরিক্রমা

তখন ব্যাস বললেন, কন্দর্পসাজে দেবীর কাছে গেলেন অসুর। তাঁর হাজার ঘোড়ার রথে ছিল মহার্ঘ্য রত্নসম্ভার, অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্র। তিনি বললেন, হে দেবী, তিন কাল ও তিন জগতে সব জীব সর্বদা আনন্দের খোঁজ করে। এবং আনন্দ সব থেকে বেশি পাওয়া যায় সঙ্গ সুখেই। তার মধ্যে সব থেকে বেশি আনন্দ পাওয়া যায় সমবয়সী ও সমমর্যাদা সম্পন্ন পুরুষ ও নারীর সান্নিধ্যে। তাই আমি অস্ত্র ত্যাগ করছি, তুমি আমায় বিবাহ কর। দেবী তা শুনে হাসলেন। তারপরে স্বর্ণপাত্রে মদ্যপান করে নিধন করলেন অসুর। চক্র দিয়ে কাটলেন তার মাথা। সেই মাথা গড়িয়ে এসে থামল তাঁরই চরণের কাছে। তিনি আদি জননী। তাঁর পুজোর সময় এল কাছে।

খড়্গপুর

প্রেমবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি: পুজোর ৫৪ বছরে গুজরাতের ‘সোমনাথ মন্দিরে’র আদলে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। মৃন্ময়ী প্রতিমার সঙ্গে নানা রূপে হর-পার্বতীকে দেখা যাবে। **কৌশল্যা শারদ সম্মিলনী:** ১৬তম বর্ষে সত্যজিৎ রায়ের ‘গুপী গাইন-বাঘা বাইন’, ‘হীরক রাজার দেশে’ ও ‘গুপী-বাঘা ফিরে এল’র চরিত্রগুলিকে আধুনিকতার মোড়কে দেব দেবীদের মূর্তির মধ্যে তুলে ধরা হবে। **মালঞ্চ মৈত্রেয়ী:** ১১ বর্ষ। মহিলা পরিচালিত পুজো। বিস্কুটের মণ্ডপ। বিশেষ আকর্ষণ গুজরাতি ডান্ডিয়া নৃত্য প্রতিযোগিতা। **সাউথ ডেভেলপমেন্ট অভিযাত্রী:** ৪৪তম বর্ষ। রোমের জাতীয় স্মৃতি সৌধের আদলে মণ্ডপ। ৬০টি বাহারি মূর্তি শোভা বাড়াবে মণ্ডপের। অজন্তা-ইলোরার ধাঁচে মৃন্ময়ী প্রতিমা। **ইন্দার আমরা ক’জনা:** ৪৪ বর্ষ। ৬৫ ফুটের মণ্ডপ সেজে উঠছে উত্তর প্রদেশের গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনের আদলে। প্রতিমা সাবেকি। **বালাজি মন্দির পল্লি উন্নয়ন সমিতি:** ৬৪ বর্ষ। ‘সোনারকেল্লা’ চলচিত্রের ৪০ বছর পূর্তিতে এ বছরের ‘থিম’ রাজস্থানের সোনারকেল্লা। **খড়্গপুর ডায়মন্ড ভিলা:** দ্বিতীয় বর্ষ। ঘরোয়া পরিবেশে আবাসনের পুজো। সাবেক প্রতিমা। **উত্তর তালবাগিচা সর্বজনীন দুর্গাপুজো:** ৪৭ বর্ষ। মণ্ডপ হয়েছে মহীশূরের প্যালেসের আদলে। রামের অকাল বোধনের দৃশ্য তুলে ধরতে প্রতিমা হবে। হবে দুঃস্থদের বস্ত্রদান। **বিবেকানন্দপল্লি পুজো কমিটি:** ঘুড়ি, লাটাই, ব্যাট-বল, উইকেট, প্লাস্টিকের পাখি, গাছ দিয়ে তৈরি হয়েছে ৪৪ বছরের পুজো মণ্ডপ। **খড়্গপুর আদি পুজো কমিটি:** ৭১ তম বর্ষ। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ের কেদারনাথ মন্দির দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে। **গোলবাজার দুর্গামন্দির:** ১৯২৫ সাল থেকেই স্থায়ী মন্দিরে চলছে পুজো। একচালার সাবেকি প্রতিমা, খোলামেলা পরিবেশে শহরের এই পুজোয় আলাদা আবেগ। **মথুরাকাটি সর্বজনীন:** ৫২ বর্ষ। মায়াপুরের নতুন মন্দির চন্দ্রদয়ার আদলে ৯০ ফুটের মণ্ডপ। সাবেকি প্রতিমা। **তালবাগিচা সবুজ সঙ্ঘ:** ৪৫ বছরের পুরোনো পুজো। ‘থিম’ কেদারনাথ মণ্ডপ। **বাবুলাইন সর্বজনীন:** ৮৭ বর্ষ। গুজরাতের অক্ষরধাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। পবিবেশ সচেতনার সঙ্গে থাকবে মাদক বিরোধী অভিযান। **খড়্গপুর সুভাষপল্লি সেবাসমিতি পুজো কমিটি:** ৬৩ বর্ষ। রাজস্থানের এক প্যালেসের আদলে গড়া দু’শো ফুট উচ্চতার মণ্ডপ। বিএনআর ময়দানে চলবে মেলা। **সঙ্ঘশ্রী সাউথ ইস্ট ডেভেলপমেন্ট:** ৩৪তম বর্ষ। কুলো দিয়ে তৈরি ধানের গোলায় সাবেক প্রতিমা। থাকছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। **স্টুডেন্টস ক্লাব:** ১৯৬১ সাল থেকে চলছে পুজো। বিগত ছ’বছর ধরে মহিলারাই পুজো পরিচালনা করছেন। স্থায়ী মণ্ডপে সাবেকি প্রতিমায় ঘরোয়া পরিবেশে পুজো হয়। **সুভাষপল্লি কালিমন্দির:** প্রথম বর্ষ। ঘরোয়া পরিবেশে মন্দিরের পাশেই স্থায়ী মণ্ডপে পুজো। হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **ছোটট্যাংরা কমন স্পোর্টিং ক্লাব:** ১৯৫১ থেকে চলছে পুজো। জয়পুরের উমেজভবন দুর্গের ফটকের আদলে মণ্ডপ। **দাঁতন নতুন বাজার:** ৫৬ বর্ষ। স্থায়ী মণ্ডপ। চন্দননগরের ধাঁচে আলো। বস্ত্রদান, কম্বল বিতরণ। **মোহনপুর রেডসান ক্লাব:** ৩৯তম বর্ষ। মন্দিরের আদলে হোগলা পাতা দিয়ে তৈরি মণ্ডপ।

মেদিনীপুর

বার্জটাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসব: মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে মন্দিরের আদলে। থাকবে হোগলাপাতা ও উলের কারুকাজ। মূলত, কুটির শিল্পকেই তুলে ধরা হবে প্যান্ডেলে। এ বার ৬৭ বর্ষ। **অশোকনগর সর্বজনীন দুর্গাপুজা:** প্যান্ডেল হবে গুহার আদলে। হা আসলে সিংহের পেট। সিংহের মুখ দিয়ে দর্শকদের ঢুকতে হবে। বেরোবেন লেজ দিয়ে। সিংহের উপরে বসে থাকবেন সতী। পুজোর বয়স হল ১৮ বছর। **সৃজনী সোশিও কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন সর্বজনীন দুর্গোৎসব:** মণ্ডপ হচ্ছে ‘সেলফিশ জায়েন্ট’ গল্পের অনুকরণে। সামনে থাকবে হিংসুটে দৈত্যের বাগান। এ বার ১৫ বর্ষ। **বিধাননগর পূর্ব সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি:** বারের ‘থিম’ অশুভ শক্তির বিনাশ। মহিষাসুরের মুখের আদলে প্যান্ডেল। হাঁ করা মুখের মধ্যে দিয়ে দর্শনার্থীদের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। ভেতরে থাকবে আরও অসংখ্য মহিষাসুরের মূর্তি। যা দমন করবেন দুর্গা। তৃতীয় বছরে পা দিল পুজো। **রাঙামাটি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি:** পুরনো দিনের নাটমন্দিরের আদলে প্যান্ডেল। আধুনিক চিন্তায় নাটমন্দিরকে একটু অন্যরূপে দেখানো হবে এখানে। তিনটি দরজা পেরিয়ে মিলবে দেবীদর্শন। সবই ফুটিয়ে তোলা হবে বাঁশের ঝুড়ি, কুলো, পুতুল দিয়ে। **ছোটবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব:** মণ্ডপে থিম ‘পরীর দেশে’। নানা সাজে পরীদের অনাগোনা, উড়ে বেড়ানো। মডেলের মাধ্যমে মণ্ডপের বাইর ও ভেতর হয়ে উঠবে পরীর দেশ। ৭১তম বর্ষ। **অলিগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গোৎসব:** রোমান সভ্যতা ফুটিয়ে তোলা হবে মণ্ডপে। মাটির উপরে রং দিয়ে এমন ভাবে তা করা হবে মনে হবে যেন খোদাই করা। প্যান্ডেল হবে মন্দিরের আদলে। ৪৩ বর্ষ। পুজো। **অরবিন্দনগর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি:** এ বারের ‘থিম’ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত কেদারনাথ। এ বার রজতজয়ন্তী বর্ষ। **কোতয়ালি বাজার দুর্গাপুজো কমিটি:** দেবী দুর্গার মতোই প্যাণ্ডেলও হবে দশভূজা। ৩৯ বর্ষ। **রবীন্দ্রনগর সর্বজনীন দুর্গোৎসব:** ‘থিম’ ফিল্মি পুজো। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ১০০ বছরে চলচ্চিত্রের নানা দিক তুলে ধরা হবে। চলচ্চিত্রকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শুরু করে সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত সকলকে শ্রদ্ধা জানাতেই এ বারের ‘থিম’ এ ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে চলচ্চিত্রের নানা দিক। ১৯১৩ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ১০০টি সেরা চলচ্চিত্রের পোস্টার রাখা হবে, থাকবে মিউজিয়াম। এ বার পুজো পা দিল ৪৪ বছরে। **খাপ্রেলবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব:** এ বারের ‘থিম’ পরিবেশ বাঁচাও। অসুর এখানে গাছ চোর। মা দুর্গা বনাধিকারিক। গাছ চুরি রুখতে অসুরকে আঘাত হানছেন। মা দুর্গা এখানে ফুটে উঠবেন গাছগাছালির মধ্য দিয়ে। পুজোমণ্ডপটি সাজিয়ে তোলা হবে গাছ দিয়েই। ৪১ বছরে পা দিল এই পুজো। **লোকনাথপল্লি সবর্জনীন দুর্গোৎসব:** এ বারের ‘থিম’ গ্রাম্য পরিবেশ। তা ফুটিয়ে তোলা হবে বাঁশের কারুকাজ দিয়ে। থাকবে গ্রামের বাড়ি, রাস্তা প্রভৃতি। পুজোর বয়স ১৭ বছর। **খাপ্রেলবাজার উন্নয়ন কমিটি:** তিব্বতি মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে মণ্ডপ। ভেতরে থাকবে ঝুড়ি দিয়ে নানা কারুকার্য। পুজোর কদিন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন উদ্যোক্তারা। ৯ বছরে পা দিল এই পুজো। **বাড়মানিকপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব:** থিম ‘টুসু’। খড়ের ছাউনি দেওয়া তিনতলা বাড়ির আদলে মণ্ডপ। চারদিকে থাকবে টুসু পুতুল। এ বার এই পুজোর ৭৪তম বর্ষ।

পরিক্রমায়: সুমন ঘোষ, বরুণ দে, দেবমাল্য বাগচি, কিংশুক গুপ্ত ও অভিজিৎ চক্রবর্তী।

জঙ্গলমহল

লালগড় সর্বজনীন: এ বার ৬৪তম বর্ষ। সপ্তমীতে জলসা, অষ্টমীতে বাউল গান, নবমীতে জলসা। দশমীতে রাবণ পোড়া। **গোহমি সর্বজনীন:** ৩৮তম বর্ষ। সপ্তমীতে গীতি আলেখ্য, অষ্টমীতে কবিগান, নবমীতে যাত্রা, দশমীতে বিচিত্রানুষ্ঠান। **ধরমপুর সর্বজনীন:** ৩৮তম বর্ষ। স্থায়ী মণ্ডপে সাবেক প্রথায় মাতৃ-আরাধনা। নবমীতে কবিগান ও দশমীতে যাত্রা। **রামগড় রায়পল্লি:** ৪৩তম বর্ষ। নবমীতে কুমারী পুজো। **কাঁটাপাহাড়ি (পশ্চিম) সর্বজনীন:** ৪৪তম বর্ষ। সপ্তমী ও অষ্টমীতে যাত্রা। দশমীতে রাবণ দহন। **নেতাই সর্বজনীন:** এ বার ১৩তম বর্ষ। পুজোর মূলধন আন্তরিকতা। **চিচিড়া সর্বজনীন:** ১৩১তম বর্ষ। স্থায়ী মণ্ডপে প্রাচীন পুজো। সপ্তমীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অষ্টমী ও নবমীতে যাত্রা। **গোপীবল্লভপুর থানা সর্বজনীন:** ৭০তম বর্ষ। অষ্টমীতে যাত্রা, নবমীতে অনুষ্ঠান। দশমীতে বিজয়া সম্মিলনী, মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী এবং প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা। **ছাতিনাশোল সর্বজনীন:** ৬৪তম বর্ষ। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ওড়িয়া যাত্রা। দশমীতে রাবণপোড়া ও বাংলার যাত্রা। **নয়াবসান সর্বজনীন:** ১২তম বর্ষ। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। অজন্তা শৈলির প্রতিমা। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **মহাপাল সর্বজনীন:** ৫০তম বর্ষ। স্থায়ী মণ্ডপে মাতৃ আরাধনা। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে বাহারি আলো। সপ্তমীতে হাস্যকৌতুক। অষ্টমীতে বিচিত্রানুষ্ঠান। নবমীতে জলসা। দশমীতে যাত্রা। **পেটবিন্ধি সর্বজনীন:** দ্বিতীয় বর্ষ। ওড়িশার ধবলগিরি বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। ষষ্ঠীতে যাত্রা, সপ্তমীতে বিচিত্রানুষ্ঠান, অষ্টমীতে যাত্রা, নবমীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **তপসিয়া আঞ্চলিক সর্বজনীন:** ৪২তম বর্ষ। সপ্তমীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অষ্টমী ও নবমীতে যাত্রা। দশমীতে ম্যাজিক শো ও বিচিত্রানুষ্ঠান। **রোহিণীগড় জমিদার বাড়ি:** ১৪৬তম বর্ষ। পুজোর শুরু ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। সপ্তমীতে হোমকুণ্ডে রোদের উপর আতসকাচ ফেলে আগুন জ্বালানো হয়। পশুর পরিবর্তে দেবীকে গোটা ডাব উৎসর্গ করা হয়। **রোহিণী পুরনো বাজার:** ৩৭তম বর্ষ। আন্তরিকতাই এই পুজোর সম্পদ। দশমীতে রাবণপোড়া। **রোহিণী নতুন বাজার:** ৩৭তম বর্ষ। বাহারি আলো। মণ্ডপে কন্যাশ্রী ও যুবশ্রী প্রকল্পের হোর্ডিং। **কুলটিকরি সর্বজনীন:** ৫৮তম বর্ষ। সপ্তমীতে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ, ম্যাজিক শো। অষ্টমীতে বিচিত্রানুষ্ঠান। নবমীতে যাত্রা। দশমীতে রাবণপোড়া ও আতসবাজির প্রদর্শনী।

বেলদা-সবং

সবং রেজিস্ট্রি অফিস নবোদয় সর্বজনীন: ১৯ বর্ষ। ওড়িশার তারিণীদেবী মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। বিশেষ আকর্ষণ কুমারী পুজো। **তেমাথানি পল্লিশ্রী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি:** পায়ে পায়ে ২০ বছর। থার্মোকল, প্লাস্টার প্যারিসে ফুটে উঠবে দিল্লির রাইসিনা হিলসের একটি ব্লকের আদলে মণ্ডপ। **বেলদা একতা ক্লাব:** ৩০ বর্ষ। উত্তরাখন্ডের এক মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। **বেলদা নান্দনিক:** দ্বাদশ বর্ষ। কেদার মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। সাবেকি প্রতিমা। থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **বেলদা নবীন প্রবীন ক্লাব:** ৩৮তম বর্ষ। দেবদেবীর নানা রূপ। ক্যুইজ, অঙ্কন প্রতিযোগিতা। **দেউলি যুবতীর্থ ক্লাব বেলদা:** ২৬ বর্ষ। জাহাজের আদলে তৈরি মণ্ডপ। **ডেবরা বাজার মুম্বই রোড সর্বজনীন জনকল্যাণ সমিতি:** ২১তম বর্ষ। রাজবাড়ির আদলে তৈরি মণ্ডপ। বসবে মেলা। বিশেষ আকর্ষণ কুমারী পুজো ও তারকা সমাবেশ। **বালিচক গেটবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি:** ২৭ বর্ষ। রাজস্থানের করনিদান মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। বালিচক স্কুল মাঠে মেলা। **বালিচক স্কুলবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি:** ৮৬তম বর্ষ। দক্ষিণ ভারতের এক মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। অষ্টমীর দিন তিন হাজার মানুষের পংক্তিভোজ। প্রতিবন্ধী, ক্যান্সার আক্রান্তদের সাহায্য। **কেশিয়াড়ি বাসস্ট্যান্ড সর্বজনীন দুর্গোৎসব:** ২৪ বর্ষ। বিহারের দেউঘরের নলখা মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। সাবেক প্রতিমা। **কেশিয়াড়ি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি স্কুলবাজার:** ৩৭তম বর্ষ। ৫০ ফুট উচ্চতার মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। সাবেক প্রতিমা, যাত্রা, লোকগান, বস্ত্র বিতরণ। বসবে মেলা। **কেশিয়াড়ি ডায়মন্ড ক্লাব:** ২১তম বর্ষ। মন্দিরের আদলে তৈরি মণ্ডপ প্রাঙ্গনে শান্তি বার্তা থাকবে। অষ্টমীতে পংক্তিভোজ। বস্ত্র বিতরণ।

চন্দ্রকোনা-গড়বেতা

ক্ষীরপাই কেন্দ্রীয় দুর্গা পুজো কমিটি: নবম বর্ষ। মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **হালদারদিঘি আমরা সবাই:** ৩০তম বর্ষ। দোতলা মাটির বাড়ির আদলে মণ্ডপ। বাহারি আলো। সাবেক প্রতিমা। **কাছারি বাজার সর্বজনীন:** ৫৬তম বর্ষ। ছিমছাম মণ্ডপে মানানসই আলো। **কাশীগঞ্জ সর্বজনীন:** একাদশ বর্ষ। মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **গোঁসাই বাজার সর্বজনীন:** এ বার ৩৯তম বর্ষ। আলোকসজ্জায় পরিবেশ সচেতনতা। থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **গাছশিতলা ব্যবসায়ী পুজো কমিটি:** ২৭তম বর্ষ। পুরনো বাড়ির আদলে মণ্ডপ। **জয়ন্তীপুর সর্বজনীন:** ৬৩ বর্ষ। দোতলা মাটির বাড়ির আদলে মণ্ডপ। বাহারি আলো। **তেঁতুলতলা বাজার:** ২৩তম বর্ষ। ভগ্নপ্রায় মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। **ঠাকুরবাড়ি বাজার:** ৫৬তম বর্ষ। থিম সমুদ্র মন্থন। বাহারি আলো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **চন্দ্রকোনা রোড স্টেশনপাড়া সর্বজনীন:** ৬৩তম বর্ষ। রাজবাড়ির আদলে মণ্ডপ। বাহারি আলোকসজ্জা। **শান্তিনগর কলোনি:** ৬৪তম বর্ষ। বসছে মেলা। প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **মিতালি স্পোর্টিং ক্লাব:** দশম বর্ষ। হোগলা পাতা দিয়ে দক্ষিণ ভারতের একটি মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। রংবাহারি আলো। **দুর্লভগঞ্জ আদি সর্বজনীন:** ৩৩ বর্ষ। শোলা, থার্মোকল, কাপড় দিয়ে ভগ্নপ্রায় মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। **অপর্ণা পল্লি সর্বজনীন:** ২০ বর্ষ। ভাঙা বাড়ির আদলে মণ্ডপ। আলোকসজ্জা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **গোল্ডেন ক্লাব (গোয়ালতোড়) সর্বজনীন:** ১৩ বর্ষ। বাহারি আলোকসজ্জা। প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **ভ্রাতৃ সঙ্ঘ:** অষ্টম বর্ষ। ভগ্নপ্রায় মন্দিরের আদলে মণ্ডপে দেবীর মৃন্ময়ী রূপ। চারদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **নিউ বয়েজ ক্লাব:** ৩৭ বর্ষ। মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলা। **মিলনী সঙ্ঘ:** ২৪তম বর্ষ। থর্মোকল, প্যারিস দিয়ে পিরামিডের আদলে মণ্ডপ। সাবেক প্রতিমা। **আমলাশুলি সর্বজনীন:** ২৭তম বর্ষ। মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। ঝিনুক দিয়ে বাহারি আলো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বস্ত্র বিতরণ, সঙ্গে খাওয়াদাওয়া। **হুমগড় সর্বজনীন:** ৬১তম বর্ষ। রাজস্থানের মন্দিরের আদলে হোগলার মণ্ডপ। মণ্ডপের ভেতরে রামায়ণের নানা টুকরো চিত্র। **ধাদিকা সর্বজনীন:** চতুর্থ বর্ষ। ইলাহাবাদ হাইকোর্টের আদলে মণ্ডপ। সামনে আলোর ফোয়ারা এবং বালির ভাস্কর্য। **গড়বেতা এসএসটি সর্বজনীন:** চতুর্থ বর্ষ। থিম ‘ফেসবুক’। প্রতিমায় আধুনিকতার ছাপ।